আজকের কাগজ
57
তারিখ 02 JUN 1996
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...১...

ইংরেজির কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ি

উচ্চ শিক্ষা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই ইংরেজি প্রয়োজন। শিখবো কোথায়। স্কুল কলেজে? কিন্তু বিশ্ব তো এগিয়ে গেছে অনেক। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় যোগ হয়েছে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা। আমাদের এখানে কি সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষা? উদ্যোগ কি যথাযথ আছে? তা না হলে তো আমরা পিছিয়ে পড়বো আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে। লিখেছেন কে জেড ফারুকী।

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব অপরিসীম। যতোই দিন যাচ্ছে, পৃথিবীর দেশে দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ও প্রকাশ বাড়ছে। ক্রমেই গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজ হিসেবে আরো বেশি শক্তিশালী হচ্ছে ইংরেজি। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমের একমাত্র মাধ্যম এ ভাষাটি আমাদের দেশে যে ভাবে বিস্তার লাভ করছে ও চর্চা হচ্ছে তা এখনো যথেষ্ট নয়।

উক্ত শিক্ষাঙ্গনেও বিশ্বব্যাপী এখনো ইংরেজির আধিপত্য প্রবল। নানা সময়ে আমাদের দেশে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বেশ কিছু বিষয়ে বাংলায় বই লেখা হয়েছে বা চেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত কম। এ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস লেকচার থেকে নোট করে থাকে। ভালো নোটের জন্যে অবশ্যই বিদেশি বই এর ওপর এখনো নির্ভর করতে হয় যেগুলোর অনুবাদ বাংলায় হয়নি।

এদেশের ছাত্র বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, বা কলেজের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইংরেজিতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে হয়। সে ক্ষেত্রে TOEFL বা IELTS স্কোর চাওয়া হয়। কিন্তু পদ্ধতিগত সমস্যা এবং উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে জানা না থাকায় অনেক ভালো ছাত্রই ভালো স্কোর করতে পারেন না। দু'একজন যারা ভালো করেন তারা নিজ উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে পরীক্ষায় অংশ নেন।

উচ্চ শিক্ষায় যে কোনো ছাত্রের পক্ষে এ ধরনের আন্তর্জাতিকমানের পরীক্ষা এড়িয়ে ভর্তি হওয়া কঠিন। এ কথা ঠিক আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক, তার পরও আউট পুট খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। এর কারণ শিক্ষাবিদরাই বলতে পারবেন।

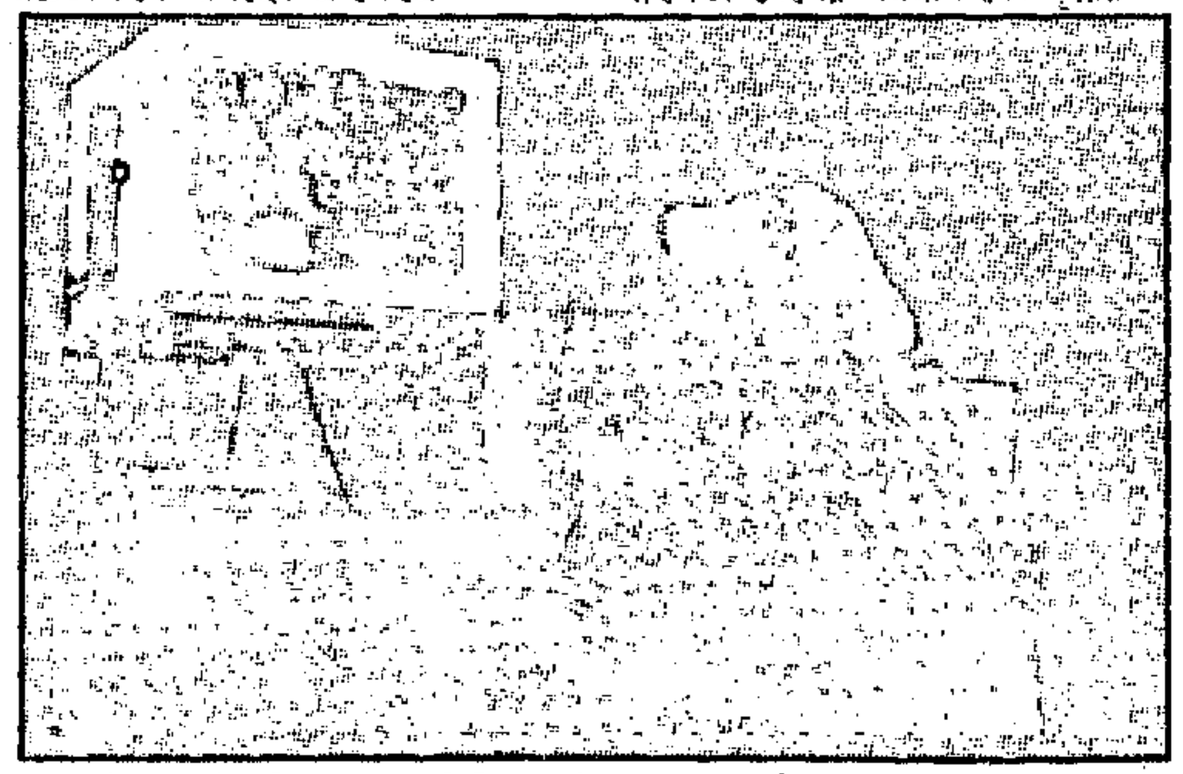

বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে বহু বছর ধরেই ইংরেজি শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিভি অনুষ্ঠান থেকে পাঠ নিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী

উদ্যোক্তারা বিদেশ থেকে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে পয়সার বিনিময়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। তাদের উদ্যোগ প্রশংসাজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানগুলো এমন বেশি বাণিজ্যিক হয়ে যায় যে, শিক্ষাদান সেখানে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়। এমন অনেক তথা কথিত TOEFL TEACHING CENTER আছে যেখানে কয়েক বছরের পুরনো শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং শিক্ষকরা সেখানে পড়ান একান্ত দায়সারা গোছের।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠির বিরাট অংশ আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি আমাদের এখানে প্রচলিত হলেও মানের দিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশের সমমান তো দূরের কথা ধারে কাছেও নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ডান ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটে অনেক কয়টি বিদেশি ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে। ইংরেজিও এগুলোর একটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত ছাত্রদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক অর্থ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ছাত্ররা বেশ কয়েকটি স্তরের কোর্সে এখানে ইংরেজি শিখতে পারেন। ৫০ ঘন্টা মেয়াদি কোর্সগুলোর প্রতিটির জন্যে ফি দিতে হয় দু' হাজার টাকা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিদের জন্যে আছে আলাদা ৬০ ঘন্টার কোর্স। এ জন্যে অবশ্য ফি কম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরো

> **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ডান ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটে অনেক কয়টি বিদেশি ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে ইংরেজিও এগুলোর একটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত ছাত্রদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক অর্থ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ছাত্ররা বেশ কয়েকটি স্তরের কোর্সে এখানে ইংরেজি শিখতে পারেন। ৫০ ঘন্টা মেয়াদি কোর্সগুলোর প্রতিটির জন্যে ফি দিতে হয় দু' হাজার টাকা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিদের জন্যে আছে আলাদা ৬০ ঘন্টার কোর্স। এ জন্যে অবশ্য ফি কম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত**

কয়েকটি ভাষা ইনস্টিটিউট দেশে আছে।

ব্যাপক ভিত্তিক জনগোষ্ঠির জন্যে চালু করা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ প্রসংশনীয়। এখানে আসন ভীতির কারণ নেই। সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি প্রোগ্রাম আগ্রহিদের জন্যে চমৎকার। যোগাযোগ ও কথোপকথনে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে চাইলে এ কোর্সটি করা যেতে পারে।

একটু ব্যয়বহুল হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্রিটিশ কাউন্সিলের কয়েকটি কোর্স বেশ প্রশংসনীয়। ইংরেজিতে একজন যতো ভালোই হোন না কেনো ইমিগ্রেশন বা উচ্চ শিক্ষার জন্যে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে যেতে হলে ব্রিটিশ কাউন্সিলে যেয়ে লেভেল টেস্ট করাতে হবে। পরীক্ষার পর সেখান থেকেই নির্ধারণ করবে ওই আবেদনকারীর জন্যে কোন কোর্সটি প্রয়োজন। বিগিনার্স থেকে শুরু করে প্রফেশনাল রাইটারদের জন্যে কোর্স আছে সেখানে। নেটিভ টিচার দিয়ে নিজেদের মান এখনো ধরে রেখেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টার। সেখানে ব্রিটেন থেকে শিক্ষা উপকরণ এনে সরাসরি শিক্ষাদান করা হয়। IELTS প্রিপারেশন কোর্স ও করানো হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। এখানে ভর্তি হলে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ পাওয়া যায়। এসব খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। ভাষা শিক্ষার সবকয়টি স্তরই গুরুত্ব সহকারে পড়ায় ব্রিটিশ কাউন্সিল।

এখন শুধু ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় ইংরেজির চর্চা চলছে না। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে এর গবেষণা। কিন্তু আমাদের এখানেই যেনো এর সমন্বয় হচ্ছে না। স্নাতক পরবর্তী পর্যায়ে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গেলে প্রয়োজন হয় GRE, GMAT ইত্যাদি। এগুলোর জন্যেও ভালো ইংরেজি ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন পড়ে। আর আন্তর্জাতিকমানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইংরেজিতো প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রফেশনাল যোগাযোগ কর্মি তৈরির কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি এদেশে। এ ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে থাকলে পিছিয়ে পড়বো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নানা অধ্যায়ে।